ক্রাচের কর্নেল

উপন্যাস

শাহাদুজ্জামান

নাট্যরূপ

সৌম্য সরকার ও সামিনা লুৎফা নিত্রা

ক্রাচের কর্নেল
উপন্যাস : শাহাদুজ্জামান
নাট্যরূপ : সৌম্য সরকার ও সামিনা লুৎফা নিত্রা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

গ্রন্থস্বত্ব
বটতলা

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

Crutch-er-Colonel, an adaptation of Shahaduzzaman's novel of the same title, by Soumya Sarker & Samina Lutfa Nitra, Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 2nd Edition: February 2019
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-92879-5-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচি

নাটকের কথা ৭
প্রসঙ্গ কথা ৯
ক্রাচের কর্নেল নাট্যরূপ ১১-৭৮

পরিশিষ্ট

নির্দেশকের কথা ৭৯
মঞ্চায়ন তথ্য ৮০
পোস্টার ৮১
আলোকচিত্র ৮২-৯৬

কৃতজ্ঞতা

শাহাদুজ্জামান, মেসবাহ কামাল, আলতাফ পারভেজ, এ এইচ রীনা, হাসানুল হক ইনু, খালেকুজ্জামান, মবিনুল হায়দার চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী হায়দার, মিজানুর রহমান, আবদুল কাদের, কাজী রোকসানা রুমা

নাটকের কথা

একটি নাটকের দল এত-এত দুঃখ, কান্না, সাহসের গল্প থেকে বলতে শুরু করে এক কর্নেলের গল্প। এক বা একাধিক স্বপ্নবাজ, পাগল, মৃত্যুর নেশায় পাওয়া মানুষের গল্প। একটি সময় ও দুঃসময়ের গল্প। একটি স্থানের ও কালের গল্প হয়েও যেটি কেবল একটি স্থানের ও কালের গল্পমাত্র নয়। লোকে বলবে 'ঐতিহাসিক গল্প'—কিন্তু যারা জানে ইতিহাস মানুষের হাতে রচিত হয়—অনেক সময় কিছু মানুষের প্রয়োজনে, যে মানুষগুলো ক্ষমতাধর—তাদের কাছে ইতিহাস একটি জটিল বিষয়—আর যেহেতু সময়ের বদলে ইতিহাসের ব্যাখ্যা বদল হয়! নাটকের দলটি তাই তাদের গল্প তাদের মতো করে বেছে নেয় আর তাদের মতো করে বুঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু, এই দলটি যেহেতু সমকালের অংশ তাই সেও সংকটমুক্ত নয়—তাদের সংকট তারা এখনও নায়ক খুঁজে পায়নি, নায়ক বুঝেও পায়নি—তারা আবার এমন এক দেশের গল্প বলে যে দেশটিও নায়ক খুঁজে পায়নি, বুঝে পায়নি। কিন্তু নায়ক কেন লাগবে? বোকার প্রশ্ন! নায়ক ছাড়া চলবে কেন?

গ্যালিলিও নাটকের চরম সংকটকালে শিষ্য আন্দ্রেয়া বলে বসে: সেই দেশই দুর্ভাগা যে দেশ কোনো নায়কের জন্ম দেয় না। গ্যালিলিও মৃত্যুর ভয়ে এইমাত্র তার সত্য বিক্রি করে এসেছে চার্চের কাছে, আন্দ্রেয়া তাই গভীর মর্মবেদনায় উচ্চারণ করে এই বাক্য: গ্যালিলিও যে তার নায়ক ছিল! গুরু গ্যালিলিও জবাব দেয় মর্মপীড়ায়: না আন্দ্রেয়া, সেই দেশই দুর্ভাগা যে দেশের একজন নায়কের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ তো আর রবীন্দ্রনাথের আইডিয়াল রাজ্য নয় যেখানে আমরা সবাই রাজা! নাটকের দলটি সেই অর্থে দুর্ভাগা, বাংলাদেশ সেই অর্থে দুর্ভাগা!

কর্নেল তাহেরের জীবনের প্রস্তুতি, প্রেম, সংগ্রাম ও মৃত্যুর গল্প বলতে গিয়ে নাটকের দলটিকে যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব ও পরবর্তী বিস্তৃত ঘটনারাশির কথা বলতে হয় তখনই সংকট! মিডিয়ার দখলে থাকা সংস্কৃতির ভাগীদার হয়ে, পরস্পরবিরোধী ইতিহাস-ব্যাখ্যার অংশ হয়ে দলটির সদস্যদের কাছে ইতিহাস জটিল হয়ে ওঠে, কেউ না কেউ ইতিহাস খেলে বলে মনে হয় কিন্তু এত বড় জাল ছিঁড়ে কে নায়ক বনবে? কে হবে যোগ্য কর্নেল তাহের? অথবা কর্নেল তাহেরই কি সেই আরাধ্য নায়ক যাকে দেশ খুজে পায়নি? অন্যদিকে, মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের

নায়কেরা ও খলনায়কেরা, মুক্তিযুদ্ধের সময়ের নায়কেরা ও খলনায়কেরা, মুক্তিযুদ্ধের পরের নায়কেরা ও খলনায়কেরা কি তাদের পরিচয়ে স্থির থেকেছেন? এইসব প্রশ্ন অবধারিত। সবাই না হলেও অনেকেই আসেন মঞ্চে, চলে যান। মঞ্চের বাইরে থাকেন কেউ—থিয়েটারের ভাষা এভাবে তৈরি হয়।

মূল কথা সময়। সামষ্টিক সময়। একটি দল যেমন দেশের সংকটকে মূর্ত করে, দেশও তেমনি বিশ্বের বাইরের নয়। একটি কাল কাউকে নায়ক হওয়ার পথ তৈরি করে দেয়, আবার কালই পথ ভেঙে ফেলে। এক কাল অতিক্রান্ত হলে সেই কালের ব্যাখ্যা দাঁড় করায় মানুষ। নায়ক ও খলনায়ক বেছে নেয় তারাই।

*ক্রাচের কর্নেল*ও একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেয়েছে যেটা ধ্রুব ব্যাখ্যা নয়, একটি ব্যাখ্যা। আমাদের ব্যাখ্যা। সেই ব্যাখার দায়ও আমাদেরই।

সৌম্য সরকার ও সামিনা লুৎফা নিত্রা

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর নাটকীয় কালপর্বকে উপজীব্য করে লেখা প্রামাণ্য উপন্যাস *ক্রাচের কর্নেল*। এই গ্রন্থে আমি বাংলাদেশের রাজনীতির সেই ক্রান্তিকালটিকে বুঝবার চেষ্টা করেছি কর্নেল তাহের নামের একাধারে অমীমাংসিত, বিতর্কিত এবং বর্নাঢ্য চরিত্রের মাধ্যমে। উনিশশ ষাট/সত্তর দশকের পৃথিবী যখন পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক দুটো শিবিরে বিভক্ত তখন তৃতীয় বিশ্বের অগনিত তরুণ-তরুণী একটি বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে ছিলো বিভোর। কর্নেল তাহের সেই প্রজন্মের তরুণ। তিনি একটি বিশেষ ধারার বিপ্লবী রাজনীতির কৌশল হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সেনাবহিনীতে, তারপর দুঃসাহসিক এক অভিযানের ভেতর দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে যোগ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে, যুদ্ধক্ষেত্রের দুর্ধর্ষ এক অপারেশনে হারিয়েছেন একটা পা, ক্রাচে ভর দিয়ে তারপর নেতৃত্ব দিয়েছেন ব্যতিক্রমী এক সেপাই অভ্যুত্থানের এবং অবশেষে শিকার হয়েছেন উপমহাদেশের ঘৃণিত এক রাজনৈতিক ফাঁসির। একটা আদর্শকে তাড়া করতে গিয়ে একজন মানুষ যতটুকু দিতে পারে দিয়েছেন সবটুকুই। যদিও সে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। কিন্তু তথাকথিত বহু সাফল্যের চাইতে কোনো কোনো ব্যর্থতাও হয়ে উঠতে পারে উজ্জ্বল, দাবী করে আমাদের মনোযোগ। যদিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চায় কর্নেল তাহের সচরাচর থাকেন উহ্য, উপেক্ষিত অথবা পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে ধোঁয়াচ্ছন্ন।

একজন লেখক হিসেবে এবং বাংলাদেশের রাজনীতির একজন কৌতুহলী পর্যবেক্ষক হিসেবে এই ব্যতিক্রমী মানুষটিকে নিয়ে একটি সাহিত্যিক মোকাবেলার ফলশ্রুতি *ক্রাচের কর্নেল*। রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত এই দেশে কর্নেল তাহেরকে ঘিরে থাকা নানা কুয়াশা সরিয়ে তার সঠিক ঐতিহাসিক বয়ানটি নির্মাণ করা দুরূহ কাজ। দীর্ঘ গবেষণায় সেই কালপর্ব সংক্রান্ত দলিল, লেখাপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কর্নেল তাহেরের রক্তমাংসের অবয়ব এবং তার যাত্রাপথটিকে বুঝবার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে বেড়ে ওঠা একজন স্টেশন মাস্টারের ছেলে আবু তাহের কী করে একদিন ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করলেন, 'জন্মেছি মৃত্যুকে পরাজিত করব বলে!' একটি স্বাপ্নিক প্রজন্মের নিঃসঙ্গ

বলি কর্নেল তাহের। কিন্তু শুধু সাফল্য বা ব্যর্থতায় নয় কর্নেল তাহেরকে আমি দেখি তার আকাঙ্ক্ষার ভেতর। বাংলাদেশের ইতিহাস নানা ক্রান্তির ভেতর দিয়ে চলেছে। আমাদের আত্মপরিচয়ের স্বার্থেই আমাদের ইতিহাসের, রাজনীতির আলোয় ছায়ায় থাকা প্রকাশ্য, প্রচ্ছন্ন নানা চরিত্র, ঘটনাকে আমাদের খুঁড়ে দেখা প্রয়োজন নানা বিতর্ককে বিবেচনায় রেখেই। *ক্রাচের কর্নেল* তেমন একটা প্রয়াস। এ শুধু এক কর্নেলের গল্প নয়, এ গল্প জাদুর হাওয়া লাগা আরো অনেক মানুষের, নাগরদোলায় চেপে বসা এক জনপদের, ঘোর লাগা এক সময়ের।

ক্রাচের কর্নেল যখন লিখেছি তখন এর মঞ্চ সম্ভাবনার কথা ভাবিনি। এই প্রামাণ্য উপন্যাসে যে ব্যাপক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, অগনিত চরিত্র, জটিল, সর্পিল রাজনৈতিক ঘটনাবলির বয়ান আছে তাকে মঞ্চের ভাষায় তুলে আনা এক দুরূহ কাজ বলেই মনে হয়েছে। সাহিত্যের পাঠক পাঠিকার তার নিজের মর্জি মাফিক ঘটনা, চরিত্রের কল্পনা করে নেবার স্বাধীনতা থাকে কিন্তু তাকে এক নির্দিষ্ট দৃশ্যভাষায় মঞ্চে উপস্থাপন নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা, অভিনেত্রীর জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। নাটকের দল *বটতলা* সেই দুরূহ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেছে জেনে চমৎকৃত হয়েছি। এই নাট্যদলের সকল কলাকুশলীকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভকামনা। বটতলার ধারাবাহিক অর্জনের পথ ধরে *ক্রাচের কর্নেল*-এর একটি সফল মঞ্চায়ন করবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শাহাদুজ্জামান

দৃশ্য-১

: এক কর্নেলের গল্প শোনা যাক...
: দুঃখিত! কিন্তু একজন কর্নেলের গল্প কেন শুনতে হবে আমাদের? গল্পের কি আকাল পড়েছে!
: না, গল্পের অভাব কখনই হয় না। নিত্য নতুন গল্প তৈরি হয় নতুন নতুন সময়ে
: হ্যাঁ সময়! সময়ের খেলাই সব!
: যেমন তনুদের গল্প! [এই তালিকা সাম্প্রতিক বিষয় ও ঘটনা অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে বা হওয়া উচিত]
: অভিজিৎদের গল্প!
: রেজাউল করিমদের গল্প!
: শাহবাগ ও হেফাজতের গল্প!
: ভোটের আর গণতন্ত্রের গল্প!
: যুদ্ধাপরাধের গল্প!
: রানা প্লাজার গল্প!
: রামপাল ও সুন্দরবনের গল্প!
: পাহাড় কাটা ও ধসের গল্প!
: অভিবাসীদের গল্প, ডোনাল্ড ট্রাম্পের গল্প!
: রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রদ্রোহিতার গল্প!
: ধর্ম 'অবমাননার' গল্প
: মিডিয়ার গল্প! বইমেলায় পুলিশি নজরদারির গল্প!
: মোদী আর মমতার গল্প!
: আই.এস.-এর গল্প, জঙ্গিবিরোধী অভিযানের গল্প...
: আর তাই আমরা পুরনো গল্প আর শুনতে চাই না
: পুরনো গল্প বলে কী হবে? ওসব ভুলে যাই না কেন আমরা?
: বাহ! এইতো চাই, ভুলে যাওয়ার গল্পই তো এখন চলছে!
: সবকিছু ভুলিয়ে দেয়ার খেলা চলছে এখন, সেই খেলা!
: কিন্তু, না ভুললে আমরা বাঁচবো কীভাবে?
: ভুলে গেলেই কি আমরা বাঁচব? টিকে থাকব হয়তো!
: হুম 'তেলাপোকা টিকিয়া আছে, অতিকায় হস্তি লোপ পাইয়াছে', পুস্তকে পড়িয়াছিলাম!

: তাই আমাদের এই কর্নেলের গল্প শুনতে হবে...
: আর তা ছাড়া আজকের গল্প হয়তো শুধু ঐ কর্নেলের নয়, যাদুর ঘোর লাগা আরো অনেকগুলো মানুষের...
: বদলে ফেলার নেশায় পাওয়া কিছু উন্মাদের...
: নাগরদোলায় চেপে বসা এক জনপদের...
: পদ্মার ঘূর্ণিতে ঘুরতে থাকা কিছু পলিমাটির...
: ঘোর লাগা এক সময়ের...

দৃশ্য-২

: ১৯৬৯ সালের ৭ই আগস্ট ঈশ্বরগঞ্জের মানুষ হঠাৎ দেখে ইউনিফর্ম পরা এক দল সৈন্য আকাশে গুলি ছুড়তে-ছুড়তে মার্চ করে গ্রামে ঢুকছে। হচকচিয়ে যায় সবাই, ভয় পায়। কোনো যুদ্ধ বেধে গেল নাকি?
: সেদিন লাল, নীল, হলুদ কাগজের তিনকোণা পতাকায় সাজানো ঈশ্বরগঞ্জের সরকারি ডাক্তার খুরশীদুদ্দিনের বাড়ি। মেয়ে লুৎফার বিয়ে সেদিন, সবাই বরের জন্য অপেক্ষা করছে। তার মধ্যে এসব কী হাঙ্গামা?
একটু পর কে একজন হন্ত দন্ত হয়ে বলে
: কারবার দেখছেননি, ঐটা তো আর্মি না, বরযাত্রী
: মেজর তাহের ঐ সেনা কায়দাতেই তার বন্ধু আর প্লাটুন নিয়ে হাজির হয়েছেন বিয়ের আসরে

দৃশ্য-৩

: চারিদিকে এক উত্তপ্ত, আগুনগর্ভ সময়। পূর্ব পাকিস্তানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে শুধু মিটিং, মিছিল, আর বিক্ষোভ। বাতাসে স্লোগান, 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা যমুনা'। মিছিলে গুলি। গুলিতে নিহত ছাত্র আসাদের শার্ট তখন হয়ে গেছে মিছিলের পতাকা
: প্রতিবাদ চলছে প্রকাশ্যে, গোপনে। ট্রেনের কামরায় উঠে পড়া মানুষগুলো ফিরছিল তেমনি এক প্রতিবাদ সভা থেকেই
-ইয়াহিয়া কি ইলেকশন দিবে?
-দিবে মানে? ওর চৌদ্দগুষ্ঠি দিবে
-আরে না দিয়া উপায় আছে?...
: এই ট্রেনেই বিয়ের পর ফিরছেন লুৎফা-তাহের। দেখা মোজাফ্ফর আহমেদ ও মতিয়া চৌধুরীর সঙ্গে

মোজাফ্ফর: এই যে মেজর সাহেব, আপনাদের এক জেনারেল তো ল্যাজ গুটাইয়া পালাইয়াছে, এই জেনারেলের ল্যাজে কিন্তু আমরা ঘণ্টা বাঁধিয়া দিব, যাহাতে পালাইবার সময় সবাই খবর পায়।

[তাহের হাসে]

মতিয়া চৌধুরী: আপনারা বাঙালি অফিসাররা আর্মিতে বসে কী করতেছেন বলেন তো?

তাহের: বাঙালি আর্মি অফিসারদের মধ্যেও কিন্তু প্রচুর ক্ষোভ আছে, একটা কিছু চূড়ান্ত ঘটলে সবাই না হলেও অনেক অফিসারই বাঙালিদের পক্ষে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু ইলেকশন কি আদৌ হবে? আপনাদের কী মনে হচ্ছে?

মোজাফ্ফর: সে তো নির্ভর করছে আপনার *জেনারেলের* উপর

তাহের: জেনারেল তো চাইবে ইলেকশন যতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়

মতিয়া: ইলেকশন নিয়ে কিন্তু তাল বাহানা করলে আরো রক্ত ঝরবে!

তাহের: কিন্তু মওলানা ভাসানী তো ইলেকশন নিয়ে তেমন ইন্টারেস্টেড নন মনে হচ্ছে

মোজাফ্ফর: না-না, ভাসানীর ঐ জ্বালাও-পোড়াও করলে তো হবে না। এখন একটা নিয়মতান্ত্রিক ইলেকশনে যেতে হবে

মতিয়া: বরং শেখ মুজিব যে গণআন্দোলনের পরিবেশ তৈরি করেছেন আমাদের এখন সেটিকেই সমর্থন করা দরকার

তাহের: কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন দিয়ে কি আপনাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে? আমি তো জানি আপনারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। আওয়ামী লীগের যে ছয় দফাকে আপনারা সমর্থন করছেন তার মধ্যে কিন্তু শ্রমিক-কৃষকের কথা নেই

মোজাফ্ফর: আপনাকে বুঝতে হবে যে এখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরাই আমাদের প্রধান শত্রু, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আগে তাদের হটাতে হবে তারপর শ্রমিক কৃষকের কথা ভাবা যাবে

তাহের: কিন্তু চীনাপন্থিরা তো বাঙালি-অবাঙালি স্ট্রাগলটাকে একটা ফলস স্ট্রাগল বলে মনে করেন। আসল হচ্ছে ক্লাস স্ট্রাগল

মোজাফ্ফর: শোনেন মেজর সাহেব, ক্লাস স্ট্রাগল আর কম্যুনিজম ঠেকানোর জন্য ক্যাপিটালিস্টরা বসে আছে, ওরা এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী। আমি তো মনে করি মস্কোর নেতারা যে বলছেন এখন কৌশলে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে হবে সেটা ঠিক। তাছাড়া শুধু শ্রমিক, কৃষকদের নিয়েই সংগ্রাম করতে হবে সেটা তো না। দেশের মঙ্গল চায় এমন মধ্যবিত্ত, বুর্জোয়া সবাইকে নিয়েই সংগ্রাম করতে হবে। সংঘাত ছাড়াই রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটানোর সময় এসেছে এখন

লুৎফা: তবে আপনারা যেমন শেখ মুজিবের পেছনে আছেন, চীনাপন্থিদের তো দেখছি সবাই দাঁড়িয়েছেন মওলানা ভাসানীর পেছনে। আপনি নিজেও তো দীর্ঘদিন ভাসানীর সঙ্গে কাজ করেছেন

মোজাফ্ফর: তা একসময় করেছি। কিন্তু এখন তো তার সাথে আমাদের

মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। আমরা যখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি; সিক্সটি ফাইভের ওয়ারে যেই মাত্র চীন আইয়ুব খানকে সাপোর্ট করল উনি তখনই উল্টে গেলেন। বলতে শুরু করলেন 'ডু নট হিট আইয়ুব রেজিম'। আবার, এখন আমরা ভোট চাইছি আর তিনি ভোটের আগে ভাত চাচ্ছেন, জোতদারের গদিতে আগুন লাগিয়ে দিতে বলছেন। এভাবে তো হবে নারে ভাই। আগে নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের দরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, দরকার ইয়াহিয়া সরকারের পতন, দরকার একটা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট

তাহের: কিন্তু পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে থেকে, আওয়ামী লীগের মতো একটা বুর্জোয়া দলের নেতৃত্বে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আপনারা কি আলটিমেটলি সোসালিজম কায়েম করতে পারবেন বলে মনে করেন?

মতিয়া : রিস্ক তো আছেই, কিন্তু মানুষের পালসটা তো বুঝতে হবে। অধিকাংশ মানুষ এখন এটাই চায়। আমরা জানি শেখ মুজিব কম্যুনিস্ট নন, কিন্তু তিনি দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা, তার দল আওয়ামী লীগও সমাজতান্ত্রিক দল না তবু তারা সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়

তাহের : সে অর্থে মওলানা ভাসানীও কম্যুনিস্ট না। অথচ চীনাপন্থিরা ভিড়েছে তার পেছনে। আপনারা তো মস্কোপন্থি আর চীনাপন্থি করে নিজেদের এভাবে বিভক্ত করে রেখেছেন। যারা কম্যুনিস্ট তাদের কী প্রয়োজন অ-কম্যুনিস্ট লীডারের পেছনে যাওয়ার? নিজেদের লীডারশীপে পূর্ব বাংলাকে পুরোপুরি স্বাধীন করে একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র করে ফেলা যেতে পারে। এমনিতে সেটা হবে না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নামতে হবে। সেই যুদ্ধকে গ্রাজুয়ালি একটা সোসালিস্ট রেভোলিউশনের দিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে

মোজাফফর: ইয়াং ম্যান, ক্যান্টনমেন্টে থাকেন তো তাই মাথায় আপনাদের সবসময় যুদ্ধ-যুদ্ধ-যুদ্ধ! টাইম ইজ নট রাইপ ফর দ্যাট

: কিন্তু রাজনীতি নিয়ে এই তরুণ আর্মি অফিসারের কৌতূহলী ভাবনা দেখে বেশ অবাক হন মোজাফ্ফর এবং মতিয়া

দৃশ্য-৪

১: এখানে একটু থামাতে হচ্ছে। সবার আসলে একটা বিষয় জানা দরকার!

২: মহড়া শেষ করে জানতে পারতাম না?

১: না, এখনই বলা দরকার। তাহেরের প্রক্সি ভালোই দিচ্ছে রাসেল, কিন্তু কাল টেকনিকাল, কয়েকদিন পর শো, আজকেও যদি আমরা আসল 'তাহেরকে' ছাড়া মহড়া করি তাহলে কীভাবে এই নাটক হবে! *ক্রাচের কর্নেল*তো আমরা 'তাহেরকে' ছাড়া করতে পারবো না

৩: হ্যাঁ, তাহের কোথায়? আমাদের লিডার?

৪: হ্যাঁ, লিডার কই?
৫: লিডার মরছে?
২: এসব কী কথা! আশ্চর্য!!
১: সেটাইতো আসল কথা, মানে রাফির নোটটার কথা বলা দরকার। মানে... আসলে রাফি নাকি আজকে থেকে আসবে না। সে শোও করবে না এই বলে এসএমএস করে একটা নোট পাঠিয়েছে আমাদের কয়েকজনকে
৩: মানে কী? শো-এর বাকি কয়েকদিন—সে করে তাহের—এখন সে এই কথা বলতে পারে?
২: আমাকেও নোট পাঠিয়েছে
১: সে লিখেছে যেহেতু আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি যে তাহের আসলে নায়ক নাকি খলনায়ক, তার ভাষায়, তাই সে তাহেরের মতো একটা 'বিতর্কিত' চরিত্রে অভিনয় করতে সাহস পাচ্ছে না
৬: তাহলে এখন আমরা কী করবো?
৪: এই নাটক আর কেমন করে হবে?
৫: আমাদের নায়কই নাই। মাত্র কয়েক দিনে কীভাবে আমরা এই নাটক নামাবো?
৭: এটা অসম্ভব, চলো বাড়ি গিয়া ঘুমাই! খালি খালি সময় নষ্ট!
২: আমার কাছে একেবারে অসম্ভব মনে হচ্ছে না। আমরা মহড়া করে যাই, নির্দেশক সিদ্ধান্ত দিলেই ভালো হয়
১: হ্যাঁ আমাদের সাবস্টিটিউতো আছেই। কী বলো পারবো না? শো মাস্ট গো অন! চলো সবাই। রাসেল চলো

দৃশ্য-৫

[ইউসুফের স্ত্রী] ফাতেমা: তাহের, তুমি কিন্তু বিয়ের দিন গুলি টুলি ছুড়ে মেয়েটাকে একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।
তাহের: একটু আর্মি কায়দায় সেলিব্রেট করলাম আরকি। তাছাড়া কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে একটু বুঝিয়ে দিতে হবে না ভাবী?
ফাতেমা: তুমি আবার তোমার ইউসুফ ভাইয়ের মতো বিয়ের রাতে বৌকে মাও সেতুঙ এর বই দাও নাই তো?
তাহের : ইউসুফ ভাই আপনাকে বাসর রাতে মাও দিয়েছিল নাকি? জানতাম না তো!
ফাতেমা : কী বলবো, আমি এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম
তাহের: নট এ ব্যাড আইডিয়া অ্যাট অল! আগে জানলে আমিও একটা সঙ্গে নিয়ে যেতাম ঈশ্বরগঞ্জে

ফাতেমা: তবে তোমরা যে সিরাজ শিকদারের সঙ্গে মিলে তোমাদের ঐসব মিটিং আর ট্রেনিং বন্ধ করেছ আমি কিন্তু খুব খুশি হয়েছি। তা না হলে কবে যে তুমি বিয়ে করার সময় পেতে! বুঝলে লুৎফা এরা তো সব ঘরের ভেতর রীতিমত যুদ্ধের ট্রেনিং দেয়া শুরু করেছিল। কম্যুনিষ্ট বিপ্লব নাকি করবে। ভাগ্যিস ঐ সিরাজ শিকদার লোকটার সঙ্গে একটা গণ্ডগোল বাঁধলো...

লুৎফা: সিরাজ শিকদার কে?

তাহের: ইঞ্জিনিয়ার, খুবই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। মেনন গ্রুপে ছিল, মাওইস্ট। কিন্তু ওদের সাথে বনিবনা হয়নি। তার সঙ্গে আমাদের চিন্তা মিলে গিয়েছিল, দুজনে মিলে শুরু করেছিলাম ট্রেনিং

লুৎফা : কিসের ট্রেনিং?

তাহের : মনে আছে ট্রেনে মোজাফফর ভাইকে বলছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নামার কথা, সেই যুদ্ধকে গ্রাজুয়ালি একটা সোসালিস্ট রেভুলিউশনের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা?

লুৎফা : হ্যাঁ, এরকমই তো কী যেন একটা বলছিলে

তাহের : সেই প্ল্যানই করছিলাম আমরা। সিরাজ শিকদার আর আমি মিলে কিছু ইয়াং ছেলেদের ট্রেনিং দিচ্ছিলাম এই রকম একটা যুদ্ধের প্রিপারেশন নিতে

লুৎফা : কিন্তু আর্মিতে থেকে এভাবে বাইরের লোকদের ট্রেনিং দেয়া যায়?

আনোয়ার : তাহের ভাই কিন্তু আর্মি থেকে ছুটিতে এসে আমাদের ভাইবোনদেরও মিলিটারী ট্রেনিং দিতেন। আমাদের একটা ফ্যামিলি বিপ্লবী স্কোয়াড আছে। আমি আর দাদাভাইতো একবার টেকনাফের গহীন বনে পালিয়ে চলে গেলাম বিপ্লব করব বলে...

দৃশ্য-৬

আনোয়ার: আমাদের নিয়ে টেকনাফের পাহাড়ি জঙ্গলের দুর্গম পথ ধরে এগিয়ে চললো জীপ। মনে মনে সবাই তখন আমরা যেন এক একজন চেগেভারা, ছুটে চলেছি বলিভিয়ার অরণ্যে

: আদিম প্রকৃতি, কাছেই নাফ নদী, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করা কিছু স্থানীয় মানুষ, এর মধ্যে বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে উপস্থিত হলাম আমরা কয়জন

: নিয়ম করা হলো এখন থেকে আর কারো কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, সবকিছুই যৌথ সম্পত্তি

: লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে ধনী গরিবের ব্যবধানের কথা বলতাম, বলতাম সমাজ পাল্টানোর কথা, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার কথা

: একদিন গভীর রাতে নৌকায় চেপে নাফ নদী পাড়ি দিলাম আমরা বার্মিজ কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টায়। অন্ধকারে গোলাবারুদ নিয়ে ছপ